একটি গ্রীষ্মের দুপুর

(সিডি৪৮এনডি৭)

বৈশাখ মাস। সেই কবে বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে। চৈত্র মাসে টানা গরম গেছে। নদীনালার জল কমে গেছে। মাটি শুকিয়ে খটখট করছে। এবারে একদিনও কালবৈশাখীর ঝড় হয়নি। কবি বৈশাখকে রুদ্র ভৈরবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই গ্রীষ্মের দুপুরে তার সত্যতা বোঝা যাচ্ছে।

স্নান খাওয়া সেরে শুয়ে আছি। পাখা বাঁই বাঁই করে ঘুরছে তবু যেন গায়ের ঘাম শুকচ্ছে না। বাইরে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দুপুর। সামনে মাঠ ফাঁকা ধু ধু করছে। গাছপালা স্থির। গাছের পাতা একটুও নড়ছে না। পাখিরা যে যার বাসায় অথবা গাছের পাতার ছায়ায় বসে আছে। আকাশের অনেক উঁচুতে দুএকটা চিল উড়ছে। এক একটা আবার নিচে নেমে এসে চিঁ চিঁ চিৎকার করছে। গ্রীষ্মের দুপুর দীর্ঘস্থায়ী। সময় যেন কাটতেই চায় না। রোদের তাপ সন্ধ্যের আগে কমতেই চায় না। তাই বিকেলেও স্বস্তি পাওয়া যায়না।

গ্রীষ্মের দুপুর আলস্যের সময়। জানলা বন্ধ করে শুয়ে আছি। বাইরের দিকে তাকালেই চোখ ঝলসে যায়। নিজের অজান্তে চোখে ঘুম ঘুম ভাব আসে। চারিদিক নিস্তব্ধ। দূরে কোথাও ঘুঘু ডাকছে। মাঠের গরুগুলো গাছের ছায়ায় বসে জাবর কাটছে। রাখাল গাছের ছায়ায় গামছা পেতে শুয়ে পড়েছে। পথঘাট ফাঁকা। দু-একজন পথচারীকে দেখা গেল। তারাও ধীরগতিতে হেঁটে চলে গেল। দোকানিরা গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে বাঁচতে ঝাঁপ ফেলে ভেতরে বসে আছে। এই সময় বেচাকেনাও বিশেষ হয় না।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। পাখা চলছে না। বিদ্যুৎ চলে গেছে। সর্বাঙ্গ ঘেমে নেয়ে গেছে। হঠাৎ কাকের চিৎকারে জানলা খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখি ঝড় এসে পড়ল। কালবৈশাখী ঝড়।

© arked infotech 2014